পূর্ণ ফেলুদা কমিক্স

এবার কাণ্ড কেদারনাথে

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?
হয়েছিল। আমার জন্মের ছ'বছর পর শিক্লিটুঁতে...সেই প্রথম আর সেই শেষ। এ কমপ্লিটলি চেঞ্জড ম্যান। একেবারে নিরীহ সাত্ত্বিক পুরুষ। মাসদু'য়েক ছিলেন। তারপর চলে যান।
কোথায়? বিয়েটিয়ে করেননি?
যদ্দুর মনে পড়ে, কোনও জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করতেন। তখনও ত বিয়ে করেননি।
আপনার নিজের দিদি ত ধানবাদে থাকেন। জেঠতুতো ভাইবোন নেই?
জ্যাঠার ছেলে নেই। তিন মেয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকেন।
...এই যে।
আসলে রক্তের সম্পর্কটা কিছুই নয়, ফেলুবাবু। আপনার আর তোপসের সঙ্গে আমার যে ইয়ে, তার সঙ্গে কি ব্লাড রিলেশনের কোনও...
P.C.MI
21, Rajani
Kolkat
মিঃ পুরি...
পুরি...
অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল।
আসুন!
মিঃ মিটার, আমি থাকি ভারতবর্ষের আর-এক প্রান্তে। ভগওয়ানগড়ের রাজার কাছে আপনার নাম এবং প্রশংসা শুনেছি। তাই এলাম।

আমি গর্ব বোধ করছি। আপনার পারমিশন নিয়ে এই রেকর্ডটা চালাচ্ছি...
শিওর!

এখন কথা হচ্ছে কী...একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেটা যাতে না ঘটে, সেই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি।

আপনি রূপনারায়ণগড়ের নাম শুনেছেন?
নামটা চেনা লাগছে, উত্তরপ্রদেশে কি?
ঠিক। আলিগড় থেকে ৯০ কিলোমিটার পশ্চিমে। প্রথমে সেটা বলছি।

সেটা ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন রাজা ছিলেন চন্দ্রদেও সিংহ। আমি ম্যানেজার। চন্দ্রদেও-এর বয়স তখন বছর চুয়ান্ন। সিংহের মতো চেহারা। শিকার করেন, গল্ফ খেলেন। টেনিস, পোলো... কিন্তু একটা ব্যারাম তাঁকে বিব্রত করত, হাঁপানি। কোনও ওষুধে কাজ দিল না।
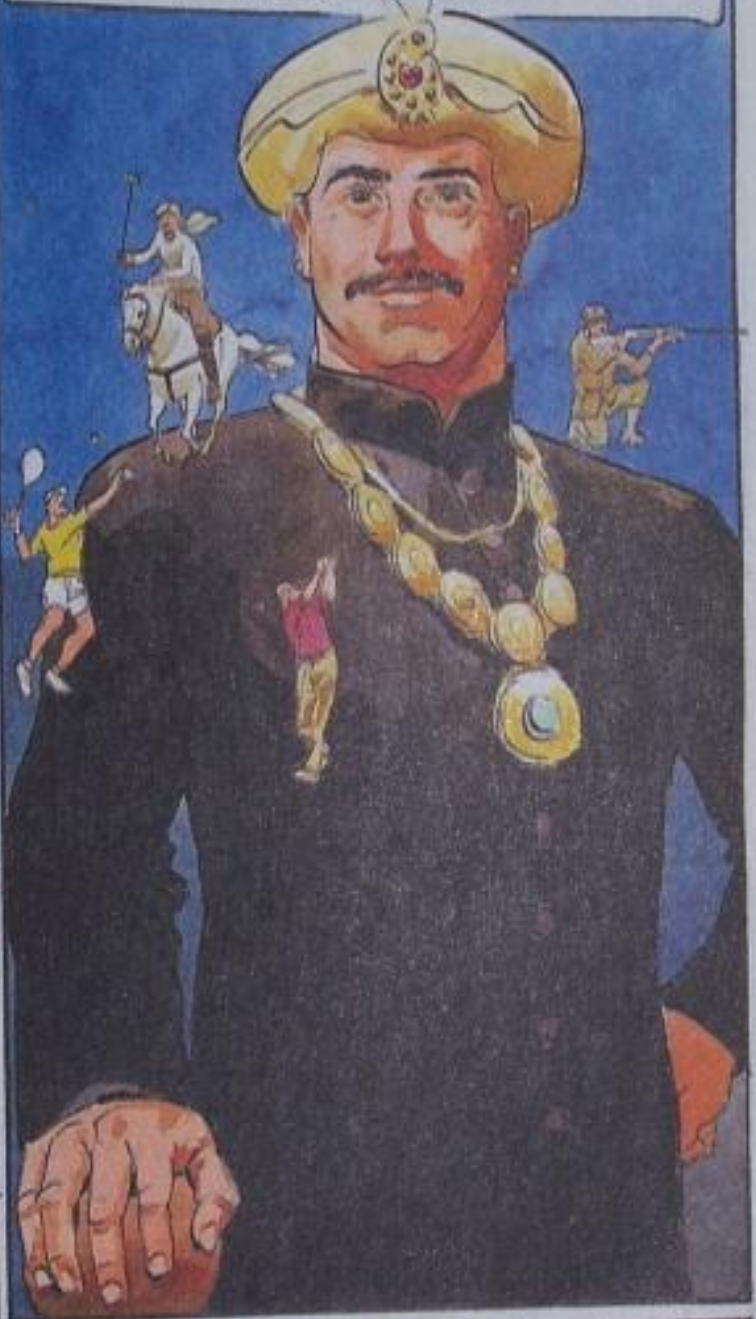
একটা জলজ্যান্ত জোয়ান মানুষকে ছ'মাসের মধ্যে কঙ্কালে পরিণত হতে এই প্রথম দেখলাম।
আমি হরিদ্বার থেকে ভবানী উপাধ্যায়কে নিয়ে আসছি।
দ্যাখো...

আমি যাব। ওষুধ দেব। সারবার হলে দশ দিনে সারবে, না হলে নয়। দশ দিন ওখানে থাকব। কাজ না হলে পয়সা নেব না।

দশ দিন নয়...তিন দিনে হাঁপানি উধাও!
আমার ওষুধের দাম পঞ্চাশ টাকা ইয়োর হাইনেস।
আমি মরতে বসেছিলাম। আপনি আমার জীবন দান করলেন। আর তার দাম পঞ্চাশ টাকা।
এই তোমার প্রাপ্য!
এর দাম কত হবে ইয়োর হাইনেস?
কত হবে উমাশঙ্কর?
সাত-আট লাখ টাকা তো হবেই।
আমি সাধারণ মানুষ। এত দামি একটা জিনিস...সবাই ভাববে আমি চুরি করেছি।
আমি সিলমোহর দিয়ে লিখে দিচ্ছি যে, এটা আমি তোমাকে পারিতোষিক হিসেবে দিলাম।
তাই যদি হয়, আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।
এই ব্যাপারটা আর কে জানত?
রাজা, রানি, দুই রাজকুমার সুরজ ও পবন। বড়কুমার তখন বাইশ-তেইশ। ছোটকুমার পনেরো। এ ছাড়া আমার স্ত্রী, ছেলে দেবীশঙ্কর তখন পাঁচ কি ছয়। এ-খবর গত ত্রিশ বছর গোপনই রয়েছে!
এবার এগিয়ে আসছি বর্তমানের দিকে। রাজা বেঁচেছিলেন আরও বছর বারো। ওঁর পর সুরজদেও হলেন কর্তা।
আপনি ম্যানেজার?
আজ্ঞে হ্যাঁ। এখনও আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি, যাতে ব্যবসার সাহায্যে এস্টেটের ভবিষ্যৎ মজবুত করা যায়। কিন্তু বড়কুমারের নেশা হচ্ছে বই। আমি একা আর কী করব?
আপনার নিজের ছেলেও ত বড় হয়েছে।
দেবীকে আমি আগেই আলিগড়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিই, সে এখন নিজেই দিল্লিতে ব্যবসা শুরু করেছে।

আর আমি আসল ঘটনায় আসছি। সাত দিন আগে হঠাৎ পবনদেও এসে বলল...
আমার বাবার হাঁপানি যিনি সারিয়েছিলেন, তাঁর ঠিকানাটা আমি চাই।
কারও কোনও অসুখ করেছে?
না। আমি টেলিফিল্ম করছি। উপাধ্যায়জিকে আমি রাখব ছবিতে। বাবার দেওয়া লকেটটাও দেখাব।
উপাধ্যায় এই ব্যাপারটাকে প্রচার করতে চাননি।
ত্রিশ বছর পর সে মত বদলাতে পারে।
ঠিক আছে, দিচ্ছি।
উপাধ্যায়ের বয়স এখন কত হবে?
আশির উপর তো হবেই!
আপনি কি শুধু ব্যাপারটার গোপনীয়তা রক্ষা হবে না বলে চিন্তিত?
না, মিঃ মিটার।
কিন্তু ওই লকেটটা হাত করতে হলে পবনদেওকে ত অসদুপায় অবলম্বন করতে হতে পারে!
সেটাই ত আমার ভয়। সে বাপের দোষগুণ দুটোই পেয়েছে। বেপরোয়া। ভাল খেলোয়াড়। আবার জুয়ার নেশাও আছে। অথচ তার দরাজ মনের পরিচয়ও আমি পেয়েছি।
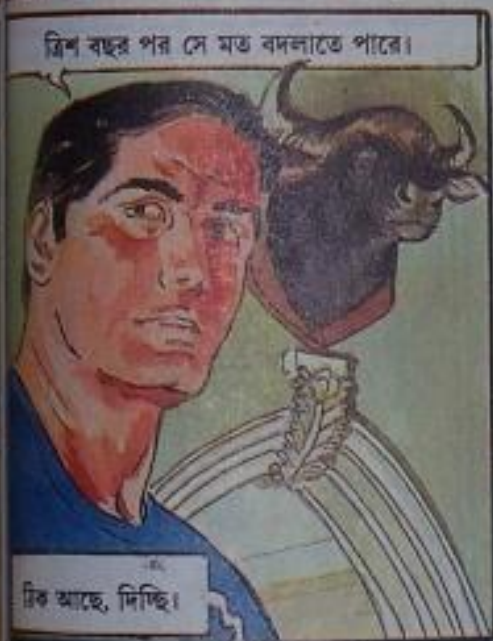
আপনি চাইছেন কোনও অসদুপায় অবলম্বন না করা হয়?
ও এখন প্যালেসের ছবি তুলছে। পাঁচ-সাতদিন লাগবে। তারপর যাবে হরিদ্বার।
এই আমার কার্ড। আমি পার্ক হোটেলে আছি। আপনি যেমন ডিসাইড করবেন, সেইরকমভাবে কাজ হবে।
আমাদেরও সময় লাগবে। ট্রেনের বুকিং...
এই যে...একটা বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছিল মাস দুই আগে।
বেশ একটা ইয়ে আছে!
পাঁচ দিন পর...
মিঃ পুরি!
পবন মত পালটেছে। হরিদ্বারে উপাধ্যায়ের ছবি তুলবে কিন্তু শুধু দেখানো হবে, তিনি কীভাবে স্থানীয় লোকের চিকিৎসা করেন।
রূপনারায়ণগড়ের রাজার চিকিৎসা...
ছবিতে বলা হবে, কিন্তু মহামূল্য পারিতোষিকের কথাটা বলা হবে না।
মিঃ মিটার? সরি টু হ্যাভ বদার্ড ইউ মিঃ মিটার। প্লিজ ড্রপ দা কেস।
ড্রপ দা কেস?
মিঃ মিটার?
অলরাইট। বাট উই আর গোয়িং অ্যাজ় পিলগ্রিমস!
তাজ্জব ব্যাপার!

আপনি যে বলেছিলেন হরিদ্বার গেসলেন, সেটা কবে?
তীর্থভ্রমণে যান ঠাকুরদা ইনক্লুডিং হরিদ্বার। তখন আমার বয়স দেড়, কাজেই নো মেমরি।
আপনারা কি শুধু হরিদ্বার যাচ্ছেন, না ওখান থেকে এদিকওদিক ঘুরবেন?
হরিদ্বারে একটু কাজ ছিল, সেটা হয়ে গেলে পর... দেখা যাক...
কী বলছেন মশাই! অ্যাদ্দুর এসে কেদার-বদরীটা যাবেন না? বদরীনাথ ত সোজা বাসে করেই যাওয়া যায়। তবে এও ঠিক যে, কেদারের কাছে বদরী কিছুই নয়। যদি পারেন ত একবার কেদারটা অন্তত ঘুরে আসবেন।
শেষের দিকটা ত হাঁটা...
চোদ্দ কিলোমিটার...আপনাদের বয়স কী...
আর আপনার জন্য ত ডাণ্ডি, ঘোড়া আছে। টাট্টু ঘোড়ায় চড়েছেন কখনও?
?
আজ্ঞে না, তবে থর ডেজ়ার্টে একবার উটের পিঠে চড়ে দৌড়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা আপনার হয়েছে কি?
তা হয়নি। আমার চরবার ক্ষেত্র হল হিমালয়ের এই বিশেষ অংশে। তেইশবার এসেছি কেদার-বদরী।
তেইশবার!
!!!
এক্সকিউজ় মি তপেস...
ভক্তিটক্তি আমার যে তেমন আছে তা নয়। তবে এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকেই আমি সব আধ্যাত্মিক শক্তি আহরণ করি। কোনও বিগ্রহের দরকার হয় না।

এ-অঞ্চলে ত আরও সব অসাধারণ জায়গা রয়েছে...
তা ত রয়েছেই—যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, পঞ্চকেদার, বাসুকিতাল... এসবও আমার ঘোরা...
আপনাকে ত কালটিভেট করতে হচ্ছে, মশাই...
আজকের বাস-ট্যাক্সিতে যাওয়া আর আগেকার দিনে পায়ে হেঁটে যাওয়ার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই এক নয়...
নিশ্চয়ই... সেকথা বলতে গেলে একটা গোটা উপন্যাস হয়ে যাবে।
আপনার নামটা যদি...
মাখনলাল মজুমদার।
আমি লালমোহন গাঙ্গুলি।
প্রদোষচন্দ্র মিত্র।
তপেশরঞ্জন মিত্র।
নমস্কার।
আজকাল ত আর কেউ পিলগ্রিম নয়, সব পিকনিকারস। তবে হ্যাঁ, গাড়ির রাস্তা তৈরি করে ত আর হিমালয়ের দৃশ্য পালটানো যায় না। নয়নাভিরাম বলতে গেলে যা বোঝায়...এখনও অফুরন্ত।
এঁকেই একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন না...
ভবানী উপাধ্যায়ের নাম আপনি শুনেছেন?
এখানে অনেকেই শুনেছে...
উনি কোথায় থাকেন বলতে পারেন?
এখন ত এখানে থাকেন না...তিন-চার মাস হল রুদ্রপ্রয়াগে চলে গেছেন।
ওঁর বিষয়ে লেটেস্ট খবর কে দিতে পারে জানেন?
যাঃ!
কান্তিভাই পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করুন। লক্ষণ মহল্লাতে সবাই চেনে।
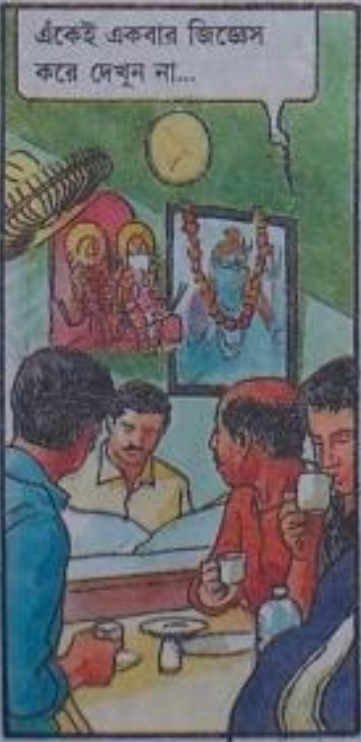
হলুদ বাড়ি, লাল দরজা।
ধন্যবাদ।
কান্তিভাই পণ্ডিত?
হ্যাঁ আমি...বলুন।
নমস্কার। আমরা ভবানী উপাধ্যায়ের খোঁজে...
আশ্চর্য! কী ব্যাপার বলুন তো? আর-একজন তো এই তিন-চারদিন আগে খোঁজ করে গেলেন।
সে ঠিকানা আমারও চাই। আমার কার্ড।
প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর! ...বসুন, বসুন।
হ্যাঁ, হ্যাঁ, এঁকেই ও রুদ্রপ্রয়াগের ঠিকানাটা দিলাম।
সেটা কি উনি নিয়ে গেছেন?
ইয়েস স্যার। আপনি ডিটেকটিভ, তাই বলছি। পাঁচ-ছ' মাহিনে আগে দু'জন লোক— একজন মিঃ সিংঘানিয়া, এ ভেরি রিচ ম্যান... আর-একজন...
কোনও কিছু গড়বড় হয়েছে মিঃ মিত্তির?
বড় কিছু মনে হয় এখনও হয়নি... হতে পারে... একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেলে খুব উপকার হয়... উপাধ্যায়জির সংগ্রহে কি কোনও একটা মূল্যবান জিনিস ছিল?
এ-প্রশ্নটাও দ্বিতীয়বার করা হচ্ছে। সিংহকে যা বলেছি আপনাকেও বলছি... একটা থলি উপাধ্যায়জি আমার সিন্দুকে রেখেছিলেন। তাতে কী আছে আমি দেখিওনি বা জিজ্ঞেসও করিনি।
!

চলে যাওয়ার পর উপাধ্যায়জি একটা কথা বলেছিলেন, 'পণ্ডিতজি, আজ আমি একটা রিপুকে জয় করেছি। মিঃ সিংঘানিয়া আমাকে লোভে ফেলেছিলেন, আমি সে লোভ কাটিয়ে উঠেছি।'
এই সম্পত্তির কথা আর কেউ জানত কি?
ওঁর যে একটা কিছু ছিল, সেটা অনেকেই জানত। এখানে ওঁকে লোকে এত ভক্তি করত যে, সিন্দুকে আছে সে-নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি।
হঠাৎ রুদ্রপ্রয়াগে যাওয়ার কারণ আছে...
ওঁর একটা মানসিক চেঞ্জ আসে...এক সাধুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর। কথা কমিয়ে দিয়েছিলেন...চুপচাপ ভাবতেন।
উনি বিয়ে করেননি?
না। যাওয়ার দিন আমাকে বলে গেলেন, 'ভোগ আর ত্যাগ দুটোই খোলা ছিল। আমি ত্যাগটাই বেছে নিয়েছি।'
রুদ্রপ্রয়াগের ঠিকানাটা জানলেন কী করে?
একটা চিঠি লিখেছিলেন... দাঁড়ান...
মোস্ট ইন্টারেস্টিং!

বারোটা। ১৪০ কিলোমিটার... পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে।
দুগ্গা, দুগ্গা।
এ-জায়গার কী মাহাত্ম্য মশাই! মনে একটা...
ভক্তিভাব?
যাই বলুন...
তাতে কি আপনার লেখার কাজে খুব একটা সুবিধে হবে?
তা বটে... যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে রোমাঞ্চ!
রুদ্রপ্রয়াগে প্রখর রুদ্র!
বা-বাঃ, রুদ্রপ্রয়াগে প্রখর রুদ্র!
দেবপ্রয়াগ! ভাগীরথী অলকনন্দার সঙ্গমস্থল।
আ হা!

এখান থেকে ৩৮ কিমি পরে শ্রীনগর। সেখান থেকে ৩২ কিমি পরে রুদ্রপ্রয়াগ।
শ্রীনগর? আমরা কি তা হলে কাশ্মীরটাও...
এ শ্রীনগর কাশ্মীরের নয়...গাড়ওয়ালের।
ভূগণ্ডগোল আর ইতিহাসফাঁসে কাবু হলেও কারেক্ট ইনফরমেশন দিতে আমি সদাই প্রস্তুত।
এই দেখুন...পূবে তিব্বত ও নেপাল, পশ্চিমে হিমাচল প্রদেশ। আমরা মধ্যিখানে।
এইবার ক্লিয়ার।
তিন ঘণ্টা পর
দেবাদিদেব মহাদেব, যাঁর আর-এক নাম রুদ্র, নারদের তপস্যায় প্রীত হয়ে এখানে দিয়েছিলেন সঙ্গীত শিক্ষা। তাঁর নামেই রুদ্রপ্রয়াগ।
জিম করবেটের স্মৃতিবিজড়িত রুদ্রপ্রয়াগ।
মানুষখেকো মারার গল্প শুনেছি দাদুর কাছে, যেখানে মেরেছিল, একটা সাইনবোর্ড ছিল...এখন আর নেই।
সেকালের অনেক কিছুই এখন আর নেই, যোগিন্দর।
কল্পনা করা যায় না মশাই...এখানে করবেটসাহেব লেপার্ড মেরেছিলেন।

আসুন...ইউ আর লাকি...কেদারের রাস্তা আবার আজই খুলেছে...
আপনি তো বেশ বাংলা বলেন...
বাঙালি তো কম আসে না এখানে! তা ছাড়া বাংলা উপন্যাস আমি অনেক পড়েছি। হিন্দি অনুবাদে...বিমল মিত্র আর শংকরের লেখা খুব ভাল লাগে।
পনি সশরীরে এখানে পৌঁছলেও পনার লেখা এখনও পৌঁছয়নি।
দ্য গ্রেট প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর ইন পারসন!
আ-আমার?
মি একজন বেদিক। পনার অনেক সের খবর নি। আমার নাম কান্ত ভার্গব।
দেয়ার ইজ় নো ট্রাবল হিয়ার আই হোপ?
ট্রাবল সর্বত্রই, মিঃ গিরিধারী। তবে আমরা এসেছি এখানে ভবানী উপাধ্যায়ের সঙ্গে...
উপাধ্যায়জি ত এখানে নেই। আমি ত ওঁকে নিয়ে একটা স্টোরি করব বলেই এখানে এসেছি।
নট হিয়ার?
উনি খুব সম্ভবত কেদারনাথে গেছেন। আমি কাল সকালেই বেরিয়ে যাচ্ছি। হি ইজ় এ মোস্ট ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার।
ওঁর অসুখ সারানোর কথা আমিও শুনেছি। আমার এই বন্ধুটির মাঝে-মাঝে মস্তিষ্কের ব্যারামের মতো হয়... ভায়োলেন্ট হয়ে যান...
?

তা হলে ত আপনাদেরও... রূপনারায়ণগড়ের ছোটকুমার, উনিও ওঁর খোঁজ করবেন।
আমরা দোকান থেকে নিয়ে আসছি।
নো লাক। মনে হয় উনি বদরীতে নেই।
ওঁকে কেদারেই পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।
আমার এখানে সব অতিথিই এসেছে উপাধ্যায়ের খোঁজে...সত্যিই আশ্চর্য! এ রিমার্কেবল কোইন্সিডেন্স।
ভিডিওতে সুবিধে অনেক।
হ্যাঁ! দেখুন না...আজ সকালেই তোলা...বরফ গলে পড়ছে। আট লিস্ট দু'কিলোমিটার দূর থেকে নেওয়া।
ইনক্রেডিবল।
আপনি ভবানী উপাধ্যায়কে নিয়ে ফিল্ম তুলেছেন?
অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশনের জন্য।
হরিদ্বার, কেদার-বদরীও থাকবে। উনিই সেন্ট্রাল ফিগার...আশ্চর্য চরিত্র। আমার বাবার হাঁপানি যেভাবে সারিয়েছিলেন, সেটা মিরাকল।
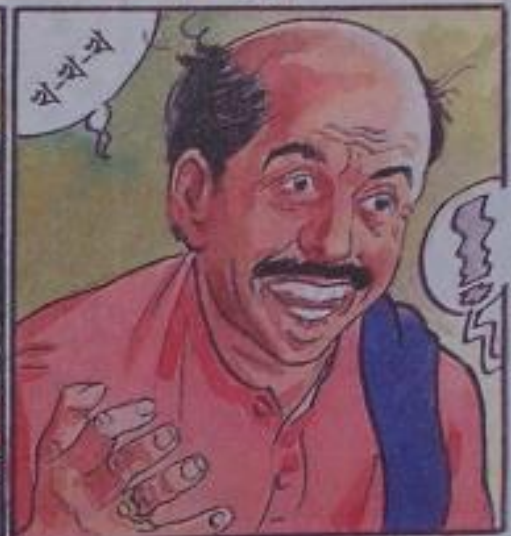
রোটি-সবজি
তিন প্লেট।
কারনিভেরাস!
যাদের বলা হয়েছে তাদের সামনে অভিনয় করুন...যেখানে-সেখানে করলে প্যাঁদানি খেতে হতে পারে।
ঠিক আছে অপরচুনিটি পেলে ছাড়ছি না।
আপনি না থাকলে আমার ফিল্ম কমপ্লিটই হবে না।
আবার কেউ হুমকি-চিঠি দিয়ে গেল কি না দ্যাখো।
হ্যাঃ!
জোর পার্টি চলছে...
নো হুমকি?
নোপ।
কথা বলতেই হচ্ছে...
ছোটকুমার সম্বন্ধে
বলুন না কেন, আমার
বেশ মাইডিয়ার
মনে হচ্ছে।
প্রকৃতি অনেক হিংস্র প্রাণীকেই সুন্দর করে সৃষ্টি করেছে। বাংলার বাঘের চেয়ে সুন্দর কোনও প্রাণী আছে কি?
পোপোক্যাটাপেটাপেটাপুলটিশ!

গুড মর্নিং
মি: মিটার।
গুড মর্নিং।
কাল রাত্রে আপনার পরিচয়টা পেলাম...গিরিধারীর কাছ থেকে। উমাশঙ্করকাকা কি আমার উপর নজর রাখার জন্য আপনাকে কাজে লাগিয়েছেন?
এ-ব্যাপারে কিছু বলা নীতিবিরুদ্ধ।
সি ইউ, মি: গাঙ্গুলি।
সি ইউ।
তবে আমি মি: পুরির হয়ে কিছু করছি না। ভবানী উপাধ্যায় সম্পর্কে আমার নিজেরও একটা কৌতূহল জেগে উঠেছে...একটা বিশেষ কারণে। তাঁর ক্ষতি হতে দেখলে, নিজেকে সংযত রাখা মুশকিল হবে আমার।
এবার আমি একটা প্রশ্ন করি...লকেটটা দেখাবেন?
নিশ্চয়ই। অবিশ্যি যদি সেটা এখনও ওঁর কাছে থাকে।
জানাজানি হয়ে গেলে ওঁর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে।
মি: মিটার, তিনি যদি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে থাকেন, তা হলে ওটা মিউজ়িয়ামে দিয়ে দেওয়া উচিত। ওঁর নাম জড়িত থাকবে চিরকাল। আমি ওটা দেখাচ্ছি।
শুনলেন ত...এ-ব্যাপারে আমি আরও জানি। আপনাকে বলতে পারি।
আপনার তথ্যের সোর্স কী?
কিছু দিয়েছেন বজ্রকুমার সুরজদেও। আসল সোর্স এক ৮০ বছরের বেয়ারা।

আসলে চারশো বছর আগে ত্রিবাঙ্করের রাজার ছিল। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মিডিয়ার কাছে এই কী দাম?
ও নিশ্চয়ই...
আমি বলছি, এই লকেট উপাধ্যায়ের কাছে বেশিদিন থাকবে না। ও কি শুধুই ছবি তুলতে এসেছে...ওদের আর্থিক অবস্থা এখন খুব একটা ভাল নয়। হয়তো দেখবেন শিগগিরই আপনার পেশার আশ্রয় নিতে হবে।
আমি সদা প্রস্তুত।
মশাই।
সাংবাদিক মাত্রই ঘোড়েল। গোয়েন্দাগিরিতে ওরাও কম যায় না। তবে লোকটাকে দেখে...
লোকটাকে দেখে?
কেন অসোয়াস্তি লাগছে বুঝতে পারছি না।
মন্দাকিনী! আমাদের সঙ্গে চলবে কেদার পর্যন্ত।
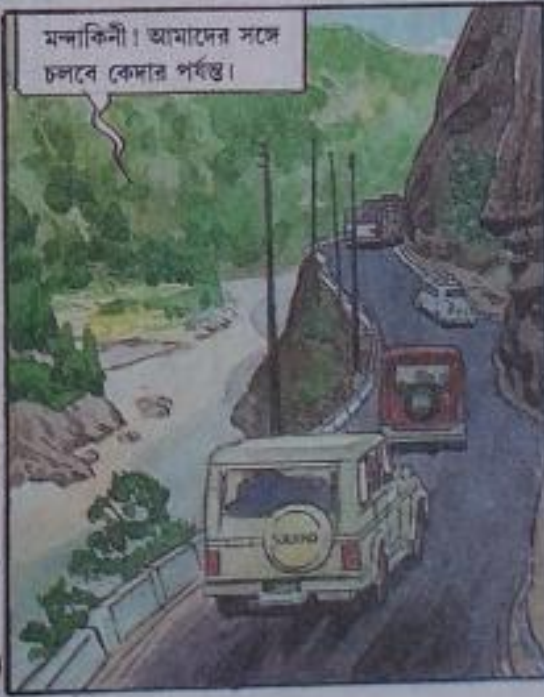
ছোটকুমারের কথা শুনে মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে দ্বিতীয়বার মিঃ পুরির কোনও কথাই হয়নি...
সেক্ষেত্রে মিঃ পুরির ড্রপ দ্য কেস ত বেশ রহস্যজনক হয়ে উঠছে।
অবিশ্যি সবই ডিপেন্ড করছে, কে সত্যি কে মিথ্যে বলছে, তার উপর।
মোট কথা, কেস ড্রপ করলেও এখানে আসার সিদ্ধান্ত যে ড্রপ করিনি সেটা ভাগ্যের কথা।
ওরে তোরা কি জানিস কেউ, জলে কেন এত ওঠে ঢেউ...
ওরে তোরা কি জানিস কেউ, জলে কেন এত ওঠে ঢেউ...
ওরে তোরা কি জানিস কেউ...
কেন বাঘ এলে ডাকে ফেউ...ওরে তোরা কি জানিস কেউ, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ। খোকা কাঁদে ভেউ-ভেউ।
গুপ্তকাশী...আপনারা নাস্তা করে নিন। আমার ভাইয়ের সঙ্গে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখা করে আসছি।

ইস্টার্ন রেস্টুরেন্ট
একবার মন্দিরগুলো দেখে আসবে ভাই?
চলুন।
লালমোহনবাবু, একঘন্টা হয়ে গেছে।
এখনও আসেনি!
প্যাঁ
প্যাঁ
...এ চত্বরে নেই।
উপর থেকে কেদার-বদরীর পাহাড়গুলো দেখা যায়। অর্ধনারীশ্বরেরও কিছু নিতে সময় গেল। ...আবার দেখা হবে।
কী ব্যাপার?
ISD · STD
ড্রাইভারটি পাঁচ মিনিট বলে উধাও।
দেখুন, এসে পড়বে... কেদারের সেবায়েতের একজনকে পেয়ে গেলাম...সবই লিঙ্গম পরিবারের।
চলি...দেখুন এদিক-ওদিক...এদের ত, আড্ডা মারতে বসে গেছে।
ফোর থ্রি ফোর কি প্যাসেঞ্জার?
হ্যাঁ, কী হয়েছে?
আইয়ে...
আপনি থাকুন এখানে...আমরা আসছি।

দাওয়াখানা যেতে পারবে?
পিছন থেকে... হ্যাঁ, পারব।
পিছন থেকে মেরেছে। ফেলুদা ডাক্তারখানায় নিয়ে গেছে...
বলো কী?
তেমন চোট লাগেনি... তবে সাবধানে থেকো।
তোমার ভাইয়ের কাছে একবার...
না, না... আমার জন্য আপনাদের অনেক সময় গেল।
তুমি কি পারবে চালাতে?
হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখন অনেকটা ভাল লাগছে।
তোমার কোনও দুষমন আছে এখানে?
দুষমন? না, না। কোনও দুষমন নেই।
দুষমন যদি থাকে সে আমাদের। আমরা না বুঝতে পারলেও দুষমন আছে হানড্রেড পারসেন্ট।
কেন্দ্রে বসে আছেন মি: পুরি দা ম্যানেজার...একবার কেস দিচ্ছেন, একবার কেস নিচ্ছেন...
মিঃ পুরির উপর এতটাই কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা পবনদেওর রয়েছে...
থাকবে না কেন! পবনদেও ইজ় এ প্রিন্স, পুরি ইজ় ওনলি এ কর্মচারী!

সুবিধের সাংবাদিক কলম ক্যারি না।
মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডার আছে কি?
হতে পারে।
যাকগে, এবার কাজের কথায় আসা যাক।
কাজের কথা?
আপনি কোনটা প্রেফার করবেন, ঘোড়া না ডাণ্ডি?
আপনারা যেটা প্রেফার করবেন। এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারে না।
কেদারের পথ সম্বন্ধে আপনার কিঞ্চিৎ ধারণা আছে আশা করি?
ধারণা? হাঃ হাঃ, ধারণা?
হাসছেন কেন?
এই পথ নিয়ে এথিনিয়ামের বাংলা শিক্ষক বৈকুণ্ঠ মল্লিক কী লিখে গেছেন, ...শুনুন!
ইউ টার্নগুলো যাক। সোজা রাস্তা না হলে আবৃত্তি করা বা শোনা যায় না।
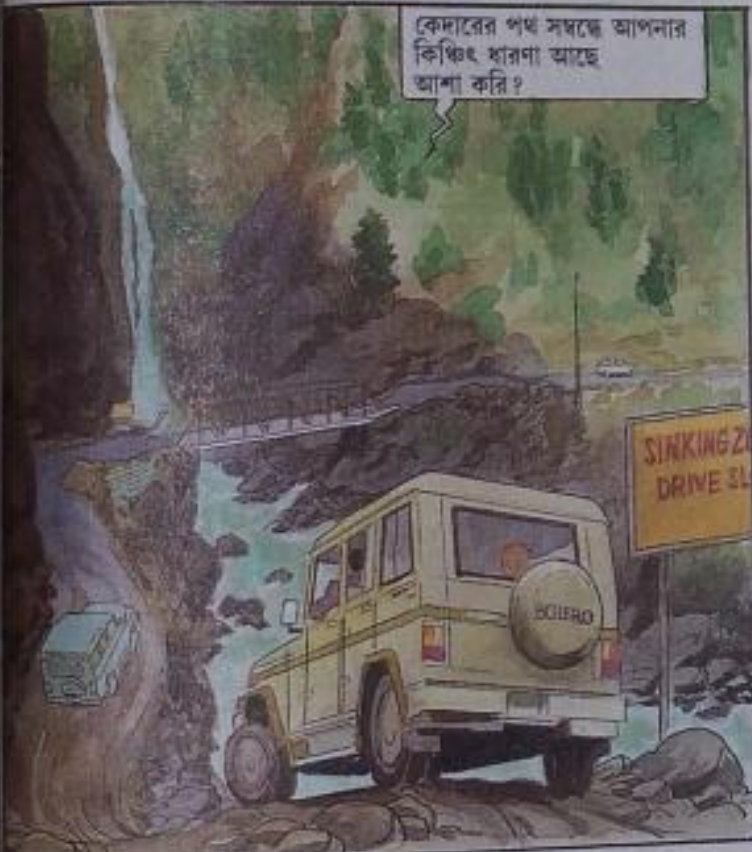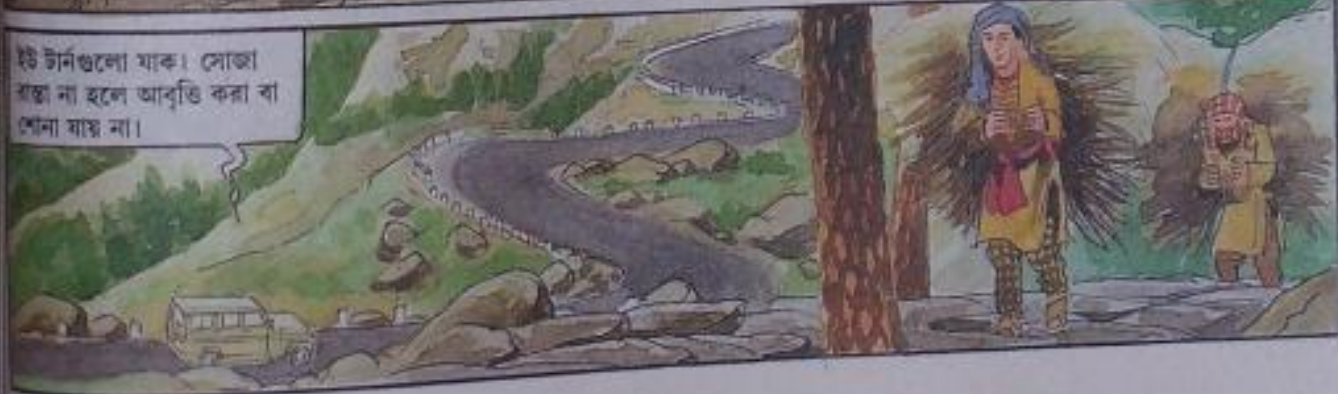
শহরের যত ক্লেদ, যত কোলাহল
ফেলি পিছে সহস্র যোজন
দ্যাখো চলে কত ভক্তজন।
হিমগিরি বেষ্টিত এই তীর্থপথে
শুধু আজ নয় সেই পুরাকাল হতে
সাথে চলে মন্দাকিনী
অটল গাম্ভীর্য মাঝে ক্ষিপ্রা প্রবাহিনী।
এইবার আসল ব্যাপার...কীভাবে ওয়ার্নিং দিচ্ছেন...
তবে শুন এবে অভিজ্ঞের বাণী
দেবদর্শন হয় জেনো বহু কষ্ট মানি।
গিরিগাত্রে শীর্ণপথে যাত্রী আগমন
প্রাণ যায় যদি হয় পদস্খলন।
তাও চলে অশ্বারোহী! চলে ডান্ডিবাহী।
যষ্টিধারী বৃদ্ধ দেখ তাঁরও ক্লান্তি নাহি
আছে শুধু অটল বিশ্বাস
সব ক্লান্তি দূর। পূর্ণ হবে আশ
যাত্রা অন্তে বিরাজেন কেদারেশ্বর
সর্বগুণ সর্বশক্তিধর।
মহাতীর্থে মহাপুণ্য হবে নিশ্চয়
উচ্চকণ্ঠে বলো সবে—কেদারের জয়!
হুঁ, বোঝাই যাচ্ছে মল্লিকমশাই এ-কবিতা লিখেছিলেন বাস ট্যাক্সির যুগের অনেক আগে।
সার্টেনলি। তাঁকে তীর্থযাত্রীর ধকল ভোগ করতে হয়েছিল।
আপনি কি অশ্বারোহী হতে চান, না ডান্ডির দ্বারা বাহিত হতে চান, না পয়দল যেতে চান?
দলচ্যুত হওয়ার প্রশ্ন ত ওঠে না...ভাই তপেশ?
আমরা ত হেঁটে যাব ঠিক করেছি।
আপনার পক্ষে ডান্ডিটা নিরাপদ। ঘোড়াগুলোর টেন্ডেন্সি হচ্ছে খাদের সাইড দিয়ে চলা। সে টেনশন আপনার সহ্য হবে না।
প্যাঁ
হুঁহুঁ!
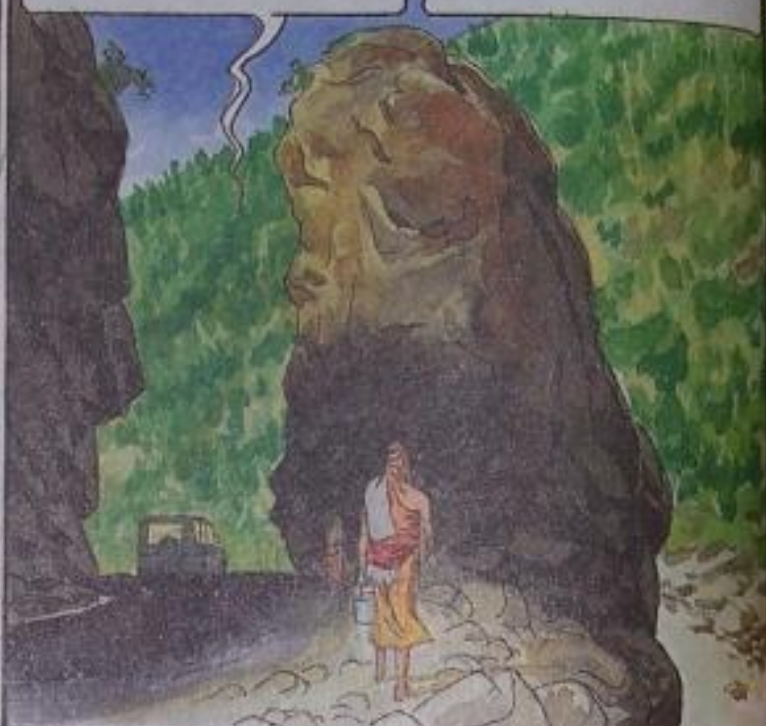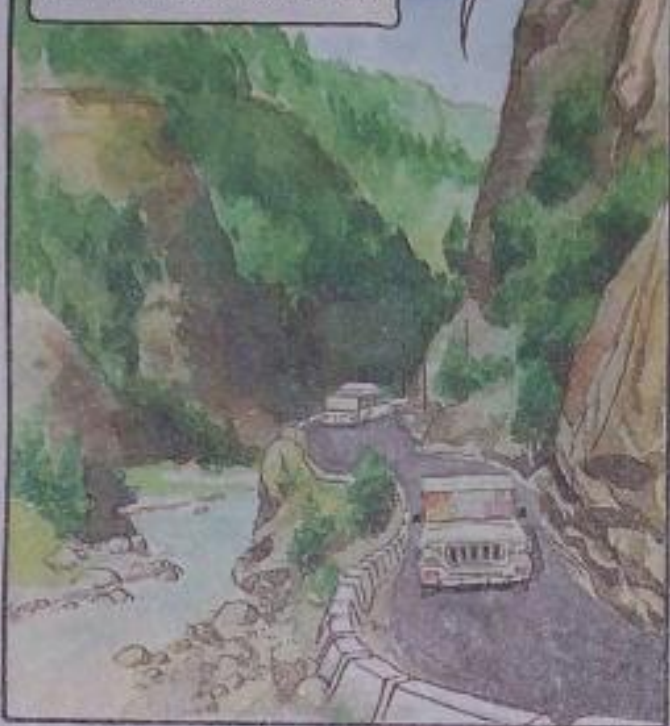
খা খা খাদে !
!!?!

!!!!!!!!!!!!!!!!
আমি বারো বছর এই লাইনে গাড়ি চালাচ্ছি...
অ্যাটাকগুলোর পিছনে পবনদেও বা রিপোর্টারবাবু রয়েছেন, অনুমান করা যায় কি?
অনুমান করতে পারেন...প্রমাণ নেই।
ত্রিশ বছর পর একবার যখন জানাজানি হয়ে গেছে, অন্য কোনও ব্যক্তিও থাকতে পারে।

শোনপ্রয়াগ! আজকাল এখানেও অনেকে থাকে...
আমি ডান দিকে গাড়ি লাগাচ্ছি।
নিজের খেয়াল রেখো।
ছোটকুমারের টয়টা...
টয়োটা।
ও যদি চার ঘণ্টা আগে এসে
পৌঁছয় ঘোড়া নিয়ে, সন্ধের
মধ্যেই কেদার পৌঁছে যাবে।
আজ আর তা হলে
আমাদের কিছু করার নেই।
খাওয়া আর বিশ্রাম।
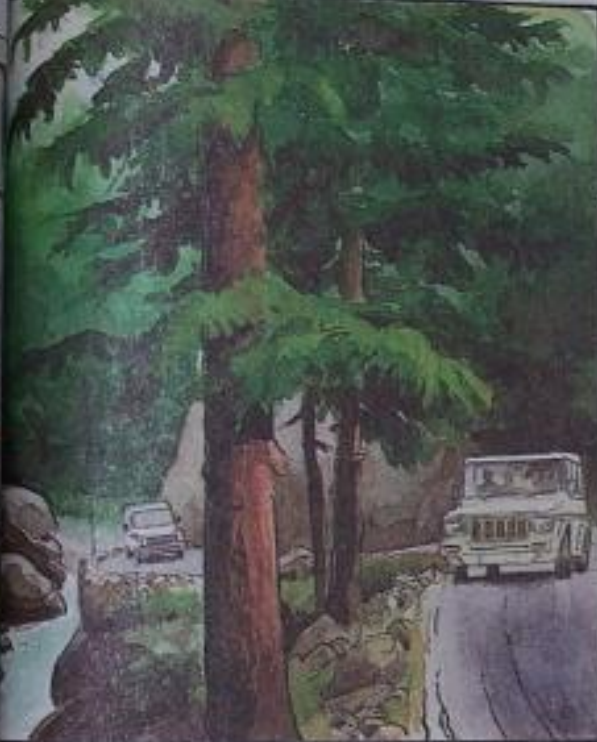
সিপ
সিপ
সিপ
একবার এসে দেখুন!
মেলটিং পট!
গরম চা আপনাকে মেল্ট করবে কি?
যা বলেছ— থ্যাঙ্ক ইউ তপেশ।
ঘোড়া।
হাট হাট।
ডাণ্ডি।
ঘোড়া।
ঘোড়া।
আপনার জন্য ডাণ্ডিই ঠিক হবে।

মত করো তাং মত করো। জায়েসে তো পয়দল জায়েঙ্গে...যাও।
কাল পৌঁছে তীর্থযাত্রীদের ইন্টারভিউ নিলাম...আপনারাও ত...?
আমরা অবিশ্যি হেঁটেই উঠব ঠিক করেছি।
ওকে। আমি ছবি নিতে-নিতে যাব। হয়তো আপনারাই আগে পৌঁছে গেলেন... সি ইউ। বেস্ট অফ লাক!
কেদারে কি লোক লাগিয়েছেন উপাধ্যায়কে খোঁজার জন্য?
আপনি তা হলে শ্যুরকেও যে, হেঁটেই উঠবেন?
ইয়েস স্যার! তবে আপনাদের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে পারব কি না সে বিষয়ে...
নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী হাঁটবেন। গন্তব্য যখন এক, রাস্তা যখন এক, তখন পিছিয়ে পড়লেও চিন্তা নেই।
মাঝে-মাঝে একটু জল খাবেন...
কুছ পরোয়া নেই...গ্লুকোজ গুলে নিয়েছি।
তা হলে লেটস গো!
জয় কেদার!

প্রথমে একটু আস্তে হাঁটুন...
আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। একটা ফ্লো অফ এনার্জি অনুভব করছি।
একটু বসে জল খাই...
সাইড সাইড!
ওরে বাবারে

নোরগের
কোথায়
পারছি!
আঃ!

সাইড
সাইড!
!

কার জন্য করেছি
বু...দোশো রুপয়া
য়ে বলল পাথরটা...
তাকে চেনো? এখানকার লোক?
না। তবে এখানে আগে দেখিনি।
মারতে মারতে... দুশো কী রে, ছ'মাস খাওয়া বন্ধ করে টাকা জমাবি...
মারধর নয়।
যাই বলুন...আপনার স্ট্যামিনার প্রেজ না করে পারছি না।
রামওয়াড়া। গৌরীকুণ্ড কেদারের মাঝামাঝি।
এখানে একটু...
একটু কেন...আধ ঘণ্টা বিশ্রাম...লাঞ্চ আমাদের এখানেই সারতে হবে।

এখান থেকেও অনেকে ঘোড়ায় উঠে পড়ে...
রক্ষে করুন।
দেখুন কী আছে...
হামাগুড়ি দেব, ঘোড়ায় উঠব না।
কেমন লাগছে?
হঃ! হঃ! এ যেন ম-মহাভারতের যুগে চলে এসেছি।
ঘোড়া লাগছে না তা হলে?
যাত্রাপথে আমার যদি পতনও হয়, তা হলেও কোনও আক্ষেপ নেই...এমন গ্লোরিয়াস ডেথ হয় না।
আপনি পাবলিকের উপর যে পরিমাণ আজগুবি জিনিস চাপিয়েছেন, আপনার নরকভোগ না হয়ে যায় না।
হেঃ! ভুলে যাবেন না, যুধিষ্ঠিরও পার পাননি... আর লালমোহন গাঙ্গুলি!

হঃ! হঃ! হুঃ!
জয় কেদার!
কে-কে-কেদার এসে গেল নাকি মশাই?
জয় কেদার! জয় কেদার!
কেন, দম ফুরিয়ে এল?
এরা সব জয় কেদার করছে?
देव दर्शनी
ওই দেখুন, কেদারের মন্দির দেখা যাচ্ছে।
কো-কোথায়?
হলদে বাড়িটার উপরে দেখুন।
হ্যাঁ, ওই ত...
জয় কেদার!
বাকি এনার্জিটা এখানেই শেষ করে দেবেন না। এখনও দু'কিলোমিটার।
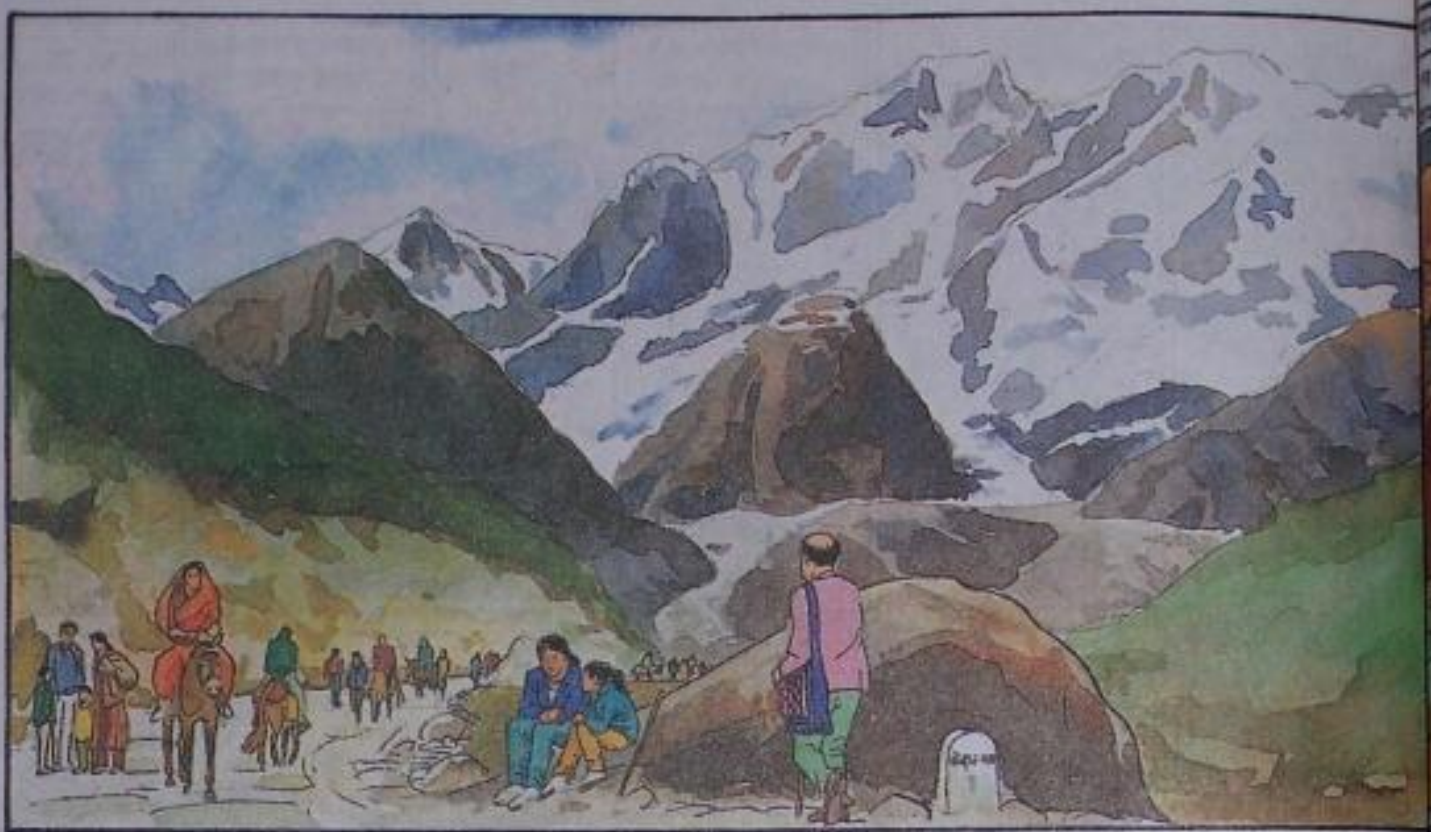
ওরা বোধ হয় পৌঁছে গেছে...
কই...মন্দির কই...?
আর-একটু আসুন...
আসুন...এই যে সামনে...
উ
নিন, ঝোলাটা ঘরে রেখে আসছি।
ওয়েলকাম টু কেদার, মিঃ গাঙ্গুলি।
জয় কেদার!

আহা!
কী বলছ...আমার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে নতুন এনার্জি পাচ্ছি... তপেশ, এই হল কেদারের মহিমা!
আমি এসেছি আড়াইটে। যা জেনেছি, তিনি এখন সাধুই হয়ে গেছেন।
দেখুন চেষ্টা করে...আমরাও খুঁজছি।
উপাধ্যায়ের সন্ধান পেলেন?
আমরা এলাম এই আধঘণ্টা হল।
এই যে এসে পড়েছেন...
?
আসা সার্থক কি না বলুন?
ষোলো আনা সার্থক।
আপনি?
উনি হেঁটেই এসেছেন।
হেঁ হেঁ
বাঃ!
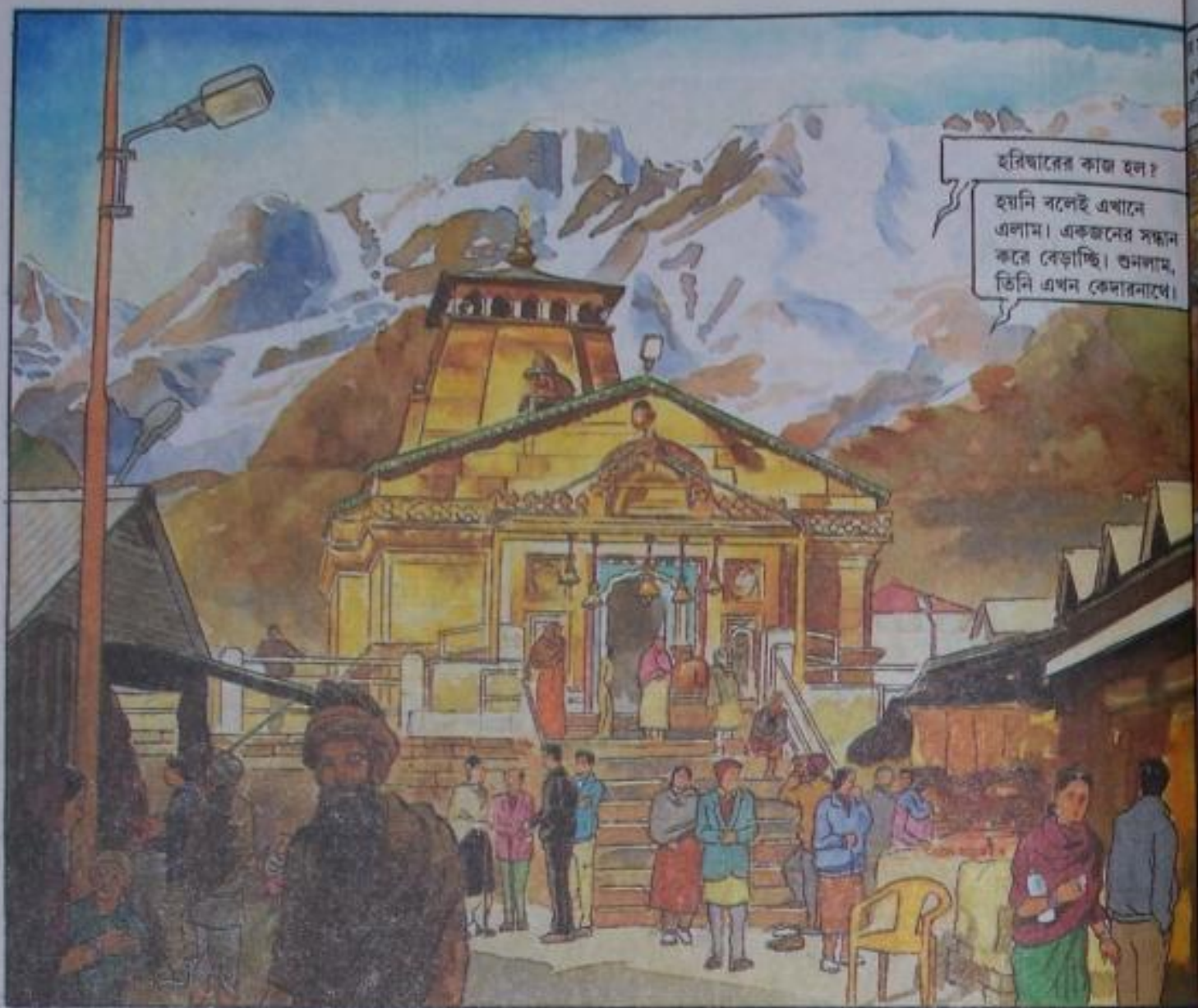
হরিদ্বারের কাজ হল?
হয়নি বলেই এখানে এলাম। একজনের সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। শুনলাম, তিনি এখন কেদারনাথে।
কার কথা বলছেন বলুন ত?
ভবানী উপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক।
ভবানী? ভবানীর খোঁজ করছেন, আর সে-কথা অ্যাদ্দিন আমাকে বলেননি?
আপনি তাঁকে চেনেন নাকি?
চিনি মানে? দশ বছর থেকে চিনি। আমার পেটের আলসার সারিয়ে দিয়েছিলেন এক বড়িতে।
চার মাস আগেও দেখা হয়েছিল। একটা বৈরাগ্য লক্ষ করেছিলাম ওঁর মধ্যে। ঠিক এখন তিনি এখানে।
এখানে কোথায়?
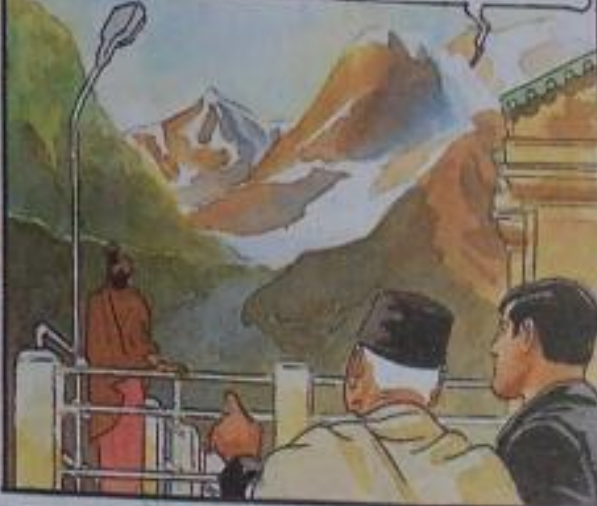
মধ্যে তো তাঁকে পাবেন না।
এখন ভবানীবাবা, গুহাবাসী।
শুনেছেন?
গাঁধী সরোবর?
ওই যে রাস্তা চলে গেছে...কাল সকালে দেখুন।
আপনি আমাদের অশেষ উপকার করলেন। ভদ্রলোক কোন প্রদেশের আপনি জানেন?
আমি জিজ্ঞেস করিনি। হিন্দিতেই কথা হত।
টং
টং
টং
টং
টং
টং
ইটস থ্যাঙ্কস টু ইউ, হি ইজ ইন কেদার।
টং
টং
না পাপা, এ-ব্যাপারে আপনার কোনও কথা আমি শুনতে পারব না...রাখছি।
টং
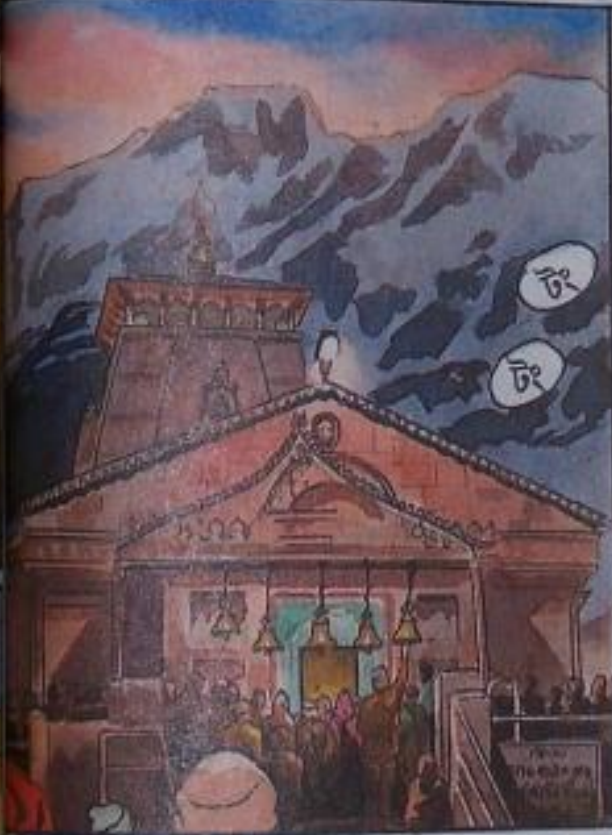
টং
টং
টং
টং
মি: পুরির নম্বর!
গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশাই।
টং
টং
মি: সিংঘানিয়া একবার কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে...একবার যদি আসেন।
টং
মনে হচ্ছে, সিংঘানিয়াই গেছিল উপাধ্যায়ের কাছে একজনকে নিয়ে... দেখা করে আসি।
টং
টং
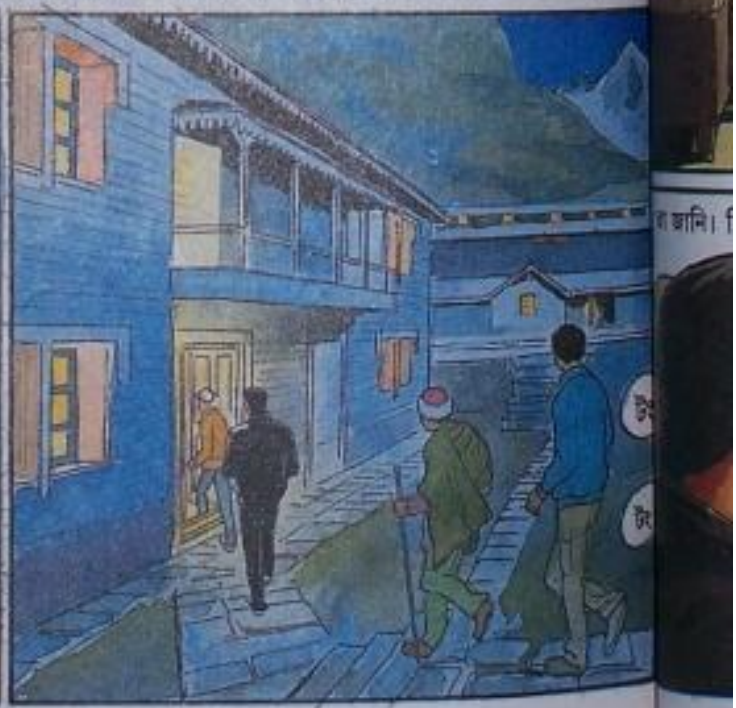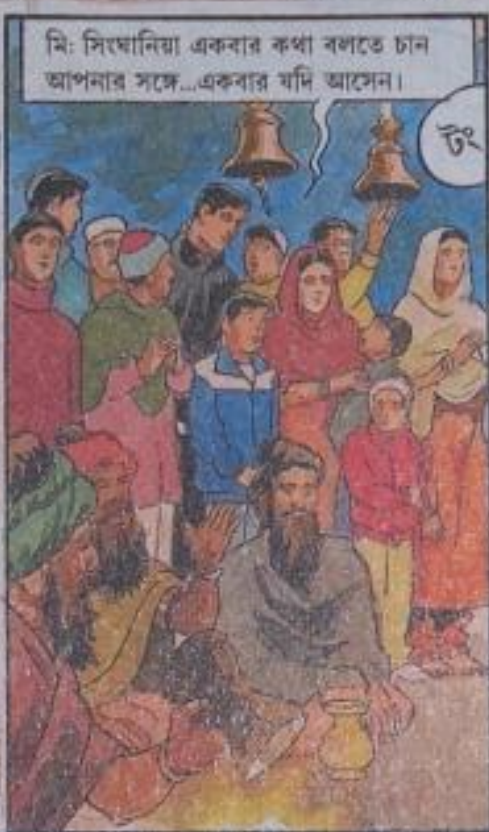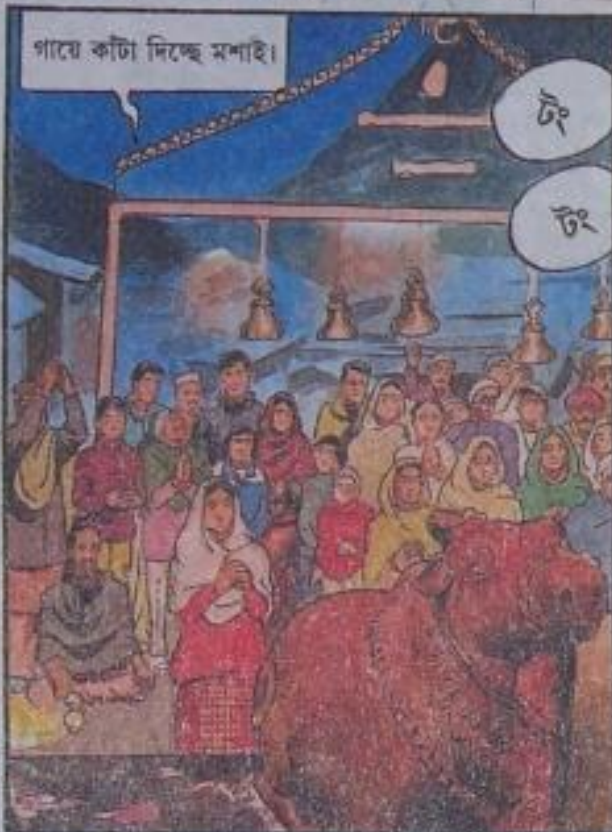
আই অ্যাম সিংঘানিয়া। গ্ল্যাড টু মিট ইউ। আপনার খ্যাতির সঙ্গে আমি পরিচিত।
আপনার নামও আমি শুনেছি।
আই অ্যাম ভেরি ইন্টারেস্টেড টু নো, আপনি কীভাবে আমার নাম শুনলেন।
আপনি ভবানী উপাধ্যায়ের কাছে গেছিলেন?
ইয়েস। হোয়াট এ স্ট্রেঞ্জ ম্যান দিস উপাধ্যায়। ওঁর আয় তখন মাসে হাজার টাকা...ওঁকে সাত লাখ টাকা অফার করলাম। ওঁর কাছে একটা ভ্যালুয়েবল লকেট আছে।
তা জানি। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে? পাঁচ-ছ'জন লোক ছাড়া...
আমি জেনেছি তাদের একজনের থেকে। দিল্লিতে জুয়েলারির ব্যবসা আমার।
রূপনারায়ণগড়ের ম্যানেজারের ছেলে দেবীশঙ্কর পুরি এসে লকেটটা কিনতে বলে...হি এক্সপেক্টেড এ পারসেন্টেজ। উনি রিফিউজ করলেন।...আমি আর-একবার অ্যাপ্রোচ করতে চাই। আনফরচুনেটলি দ্যাট ইজ় ইমপসিবল।
কেন?
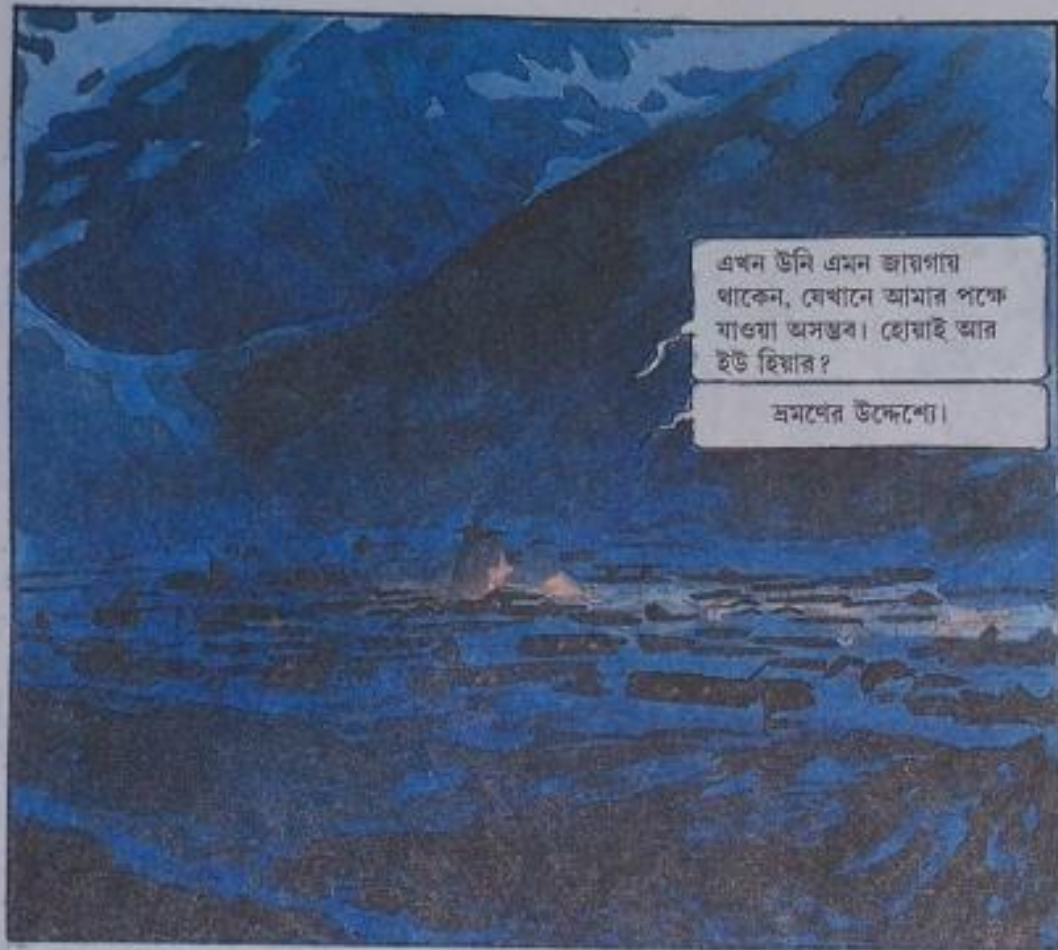
এখন উনি এমন জায়গায় থাকেন, যেখানে আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। হোয়াই আর ইউ হিয়ার?
ভ্রমণের উদ্দেশ্যে।
তবে উপাধ্যায়ের উপর কোনও অনিষ্ট হচ্ছে দেখলে আমি বাধা দেব।
ইউ আর অ্যাক্টিং অ্যাজ এ ফ্রি এজেন্ট? আমার একটা কাজ করে দিন না।
ওঁকে রাজি করিয়ে লকেটটা এনে দিন... সাত লাখের টেন পার্সেন্ট আপনাকে দেব। উনি যদি টাকা না নেন, কোনও উত্তরাধিকারী থাকলে তাকে দিয়ে দেব।
এই লকেট সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড কয়েকজন আছেন এখানে...
ছোটকুমার ত? আগে জানতাম না। বিকেলে ভার্গব...সাংবাদিক খবরটা দিল। কিন্তু ও ত শুধু ফিল্ম তুলছে!
আপনি উত্তর দিলেন না?
আপনার প্রস্তাব জানাব উপাধ্যায়কে। তারপর যা ঠিক করেন উনি।
তাতে লকেটের একটা বড় ভূমিকা থাকছে।
দোহাই মি: মিটার...প্লিজ হেলপ মি।
ভার্গবকে এসব বলেননি ত?
পাগল? বলেছি তীর্থে এসেছি।

আরতি শেষ হতে না-হতেই সব হাওয়া।
এই হাওয়ায় কে দাঁড়িয়ে থাকবে ভাই!
ছোটকুমার!
কোনও খবর পেলেন?
আপনি উঠেছেন কোথায়?
পাড়ারা ঘর ভাড়া দেয়। তারই একটা...ডান দিকের তিনটে বাড়ি পরে।
ঠিক আছে, আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি।
লেপের তলায় ঢুকতে পারলে
...এপ্রিল-মে'তে ভারতবর্ষে কোথাও
ঠান্ডা থাকে জানতুম না মশাই।
ভুলে যাবেন না, আমরা এখন বারো হাজার ফুট উপরে...
একবার ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে এলে হয়...
রক্ষে করো। এখনই এই, আবার ডিসে...
!
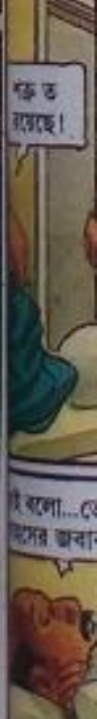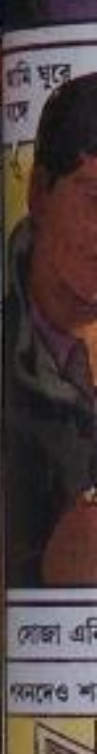
হাউ হাউ
হাউ!
অ্যাটেমপ্ট নাম্বার ফোর।
ফু!
মাথাটা বেঁচে গেছে, চল।
ওষুধটা খেয়ে নাও, না হলে ঘুমোতে পারবে না।
এখানে এসেও ডাক্তারি।
মা, ফেলুদা!
কেটেছে।
মাম্পি, ফার্স্ট এড।
ভাবা যায়, কেদারেও গুন্ডামি ঢুকে পড়েছে!
আপনার উপর অ্যাটেমপ্ট হয়েছে শুনলাম।
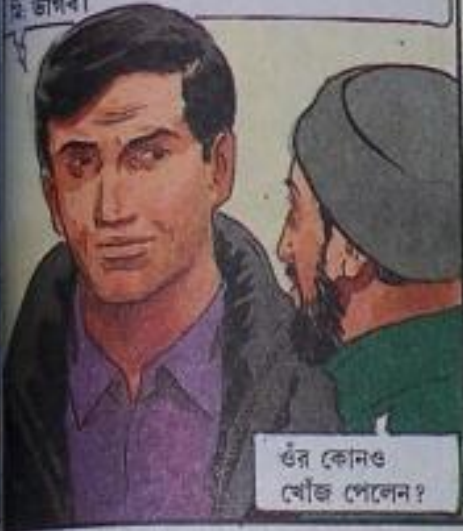
য়েন্দার জীবনে এটা দৈনন্দিন ঘটনা, মি. ভার্গব।
ওঁর কোনও খোঁজ পেলেন?
আপনি পেয়েছেন?
ওই নামে কেউ কাউকে চেনে না।
ফেলুদা, খাবার দিয়েছে।
এই গরম খিচুড়ি যেন অমৃত!
আমি ঘুরে আসছি। ছোটকুমারের সঙ্গে দেখা করা দরকার।
ঘুরে আসছ?
!
সোজা এনিমি ক্যাম্পে?
শত্রু ত রয়েছে!
পবনদেও শত্রু না।
চিন্তা করিস না, কালকের প্রোগ্রামে চেঞ্জ নেই। সাড়ে চারটেয় রওনা হচ্ছি। গাঁধী সরোবর।
ই বলো...তোমার দাদার
হসের জবাব নেই।
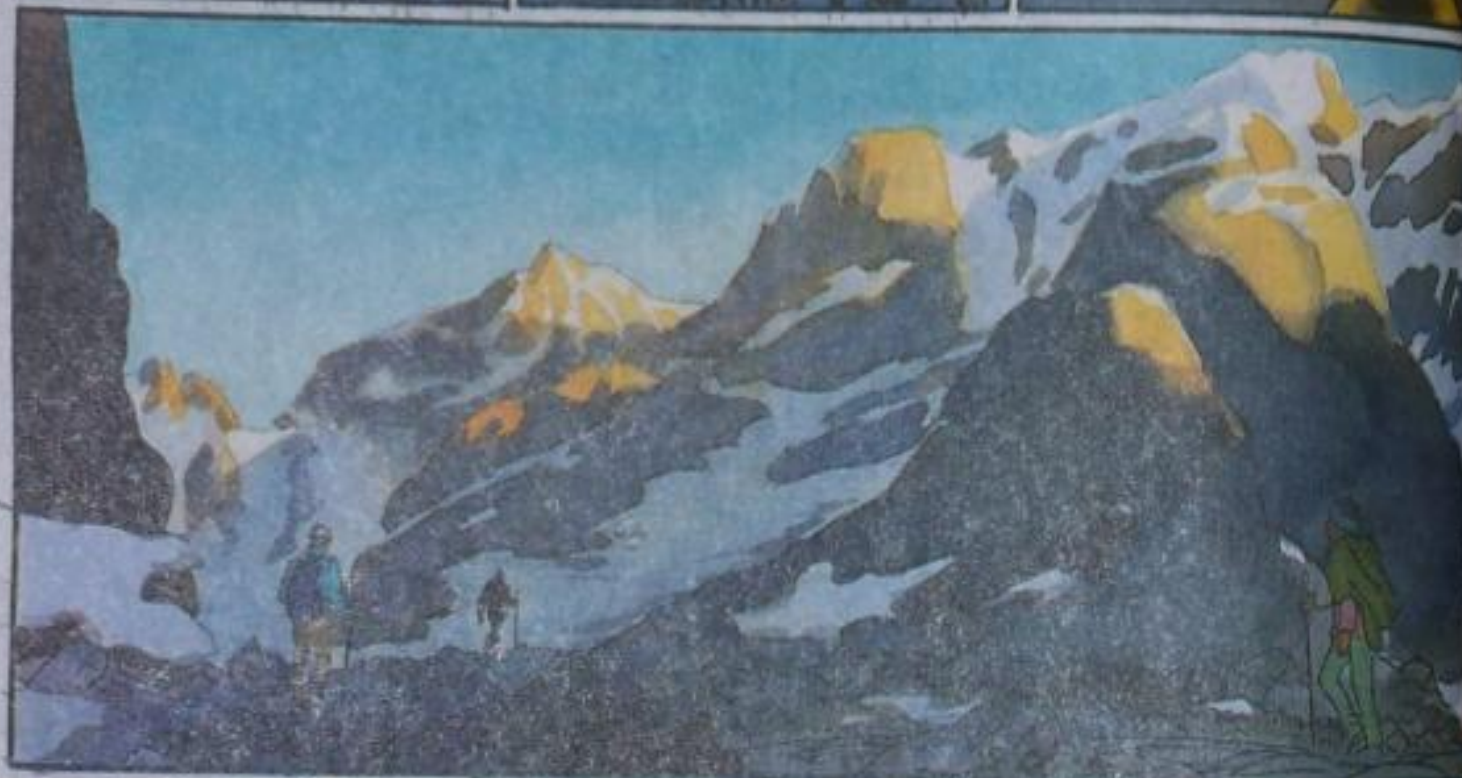
ওই যে গুহার মুখ!
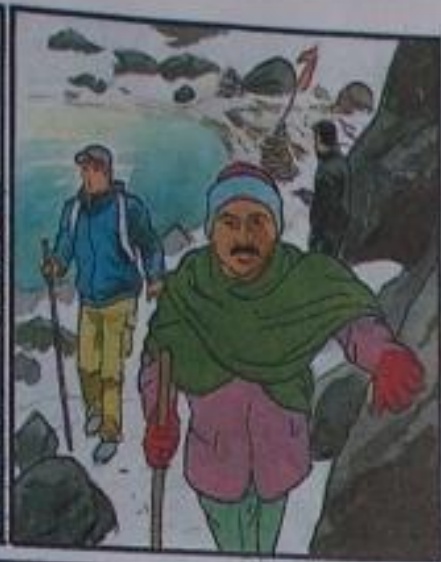
উনি এখনও বেরোননি।
উত্তরে যখন গুহা, ওরা কী করছে ওদিকে? পরে দেখা যাবে...
চলে আয়...
আমি ক্যামেরায় আছি...
আমি এগোচ্ছি...

তুমি?
আমি এসেছি আপনার লকেটের জন্য। নিজে হাতে দিয়ে দিলে...
চিনতে পারছ...অ্যাঁ?
সাং...
সিংঘানিয়া?
সাংবাদিক ভার্গব!
এখানে অনেকে এসেছে... সময় নেই!
ফেলুবাবু কী করছে?
আমার আর কোনও রাস্তা রাখলেন না...
নিজে হাতে না দিতে চান, সরে দাঁড়ান .... আই ওয়ার্ন ইউ! আই মিন ইট।
উপাধ্যায়জি আমাকে গার্ড করছেন...পাথরের ওদিক দিয়ে...
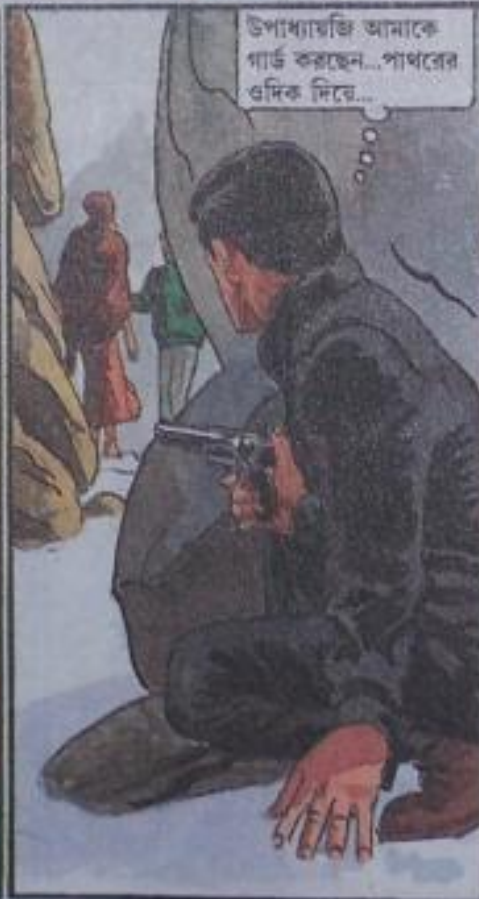
গাম
জয়বাবা ফেলুনাথ!
এবার মিঃ পুরি জুনিয়র?
পুরি?!
উমাশঙ্কর পুরির পুত্র দেবীশঙ্কর পুরি। STD-তে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করলেন। তা ছাড়া আপনার ডান দিকে সিঁথি... আপনার কান...বাপের সঙ্গে খুব মিল।
পিস্তলের শব্দে...মনটা কেমন... ওকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম... যদিও তখন দাড়ি ছিল না।
সিংঘানিয়ার সঙ্গে গেছিল আপনার গোপালের লোভে।
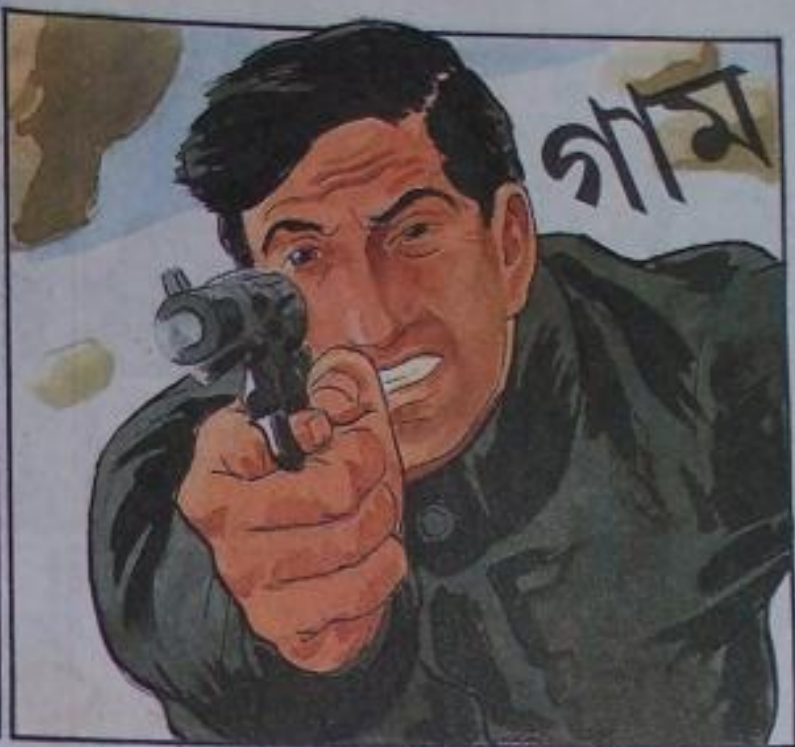
এবার আপনার আসল পরিচয়টা দিলে আমাদের খুব সুবিধে হত।
আসল পরিচয়...?
আপনি দেবনাগরী অক্ষরে চিঠি লিখলেন কান্তিভাইকে দেখলাম। অথচ 'ল' আর 'বর্গীয় জ' বাংলার মতো।
আপনার বুদ্ধি ত আশ্চর্য তীক্ষ্ণ!
উপাধ্যায় কি গঙ্গোপাধ্যায়ের অংশ নয়? ভবানী দুর্গা আর-এক নাম নয়? আপনার আসল নাম দুর্গামোহন গঙ্গোপাধ্যায় যদি বলি তা হলে কি ভুল বলা হবে...
হো... হো...
ছোটকা... আমি যে লালু!
?
দেখেই মেজদার কথা মনে পড়ে গেল ...আয়।
ছোটকুমারের সঙ্গে আলাপটা...
দাঁড়ান। আপনার পর্ব শেষ হোক...
আমার কাছে রাখা একটা বিরাট বিড়ম্বনা। এটা তোরই প্রাপ্য লালু রে
আপনাদের আশীর্বাদে ছোটদের উপন্যাস লিখে বেশ টু পাইস করেছি।
তবে ফেলু মিত্তির না থাকলে যে কী হত... আমি এটা নিচ্ছি, অন বিহাফ অফ দ্য থ্রি মাস্কেটিয়ার্স...
প্রদোষ মিত্র। তপেশরঞ্জন মিত্র অ্যান্ড লালমোহন গাঙ্গুলি।
সমাপ্ত